গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.sunamganj.gov.bd

স্মারক নম্বর : ০৫.৪৬.৯০০০.০০৮.১২.০১৮.২৪. ৪০৮

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪৩০
১০ মার্চ ২০২৪

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান
বিজ্ঞপ্তি নং-০২/১৪৩১

ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা'র ১৫/০২/২০২৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০১.২৪.৩৬১ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনার আলোকে "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন (২০.০০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ) ইজারাযোগ্য জলমহাল ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সদস্যগণের নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি ও নিয়মাবলী/শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক ম্যানুয়ালি আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল, আয়তন, জলমহালের বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের নিকটবর্তী/পার্শ্ববর্তী দাগের জলাভূমি সংযুক্তি ও খাস প্রাপ্তি, তফসিল হ্রাস বৃদ্ধি, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারামূল্য কমানো অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধরণের দাবী/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দরপত্রের সময়সূচি :

আবেদন ফরম বিক্রির তারিখ	ম্যানুয়ালি আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান
২৪/০৩/২০২৪ হতে ২৭/০৩/২০২৪ অফিস চলাকালীন সময়	০৩/০৪/২০২৪ সকাল ৯:০০ টা হতে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত রাজস্ব শাখায় রক্ষিত দরপত্র বক্সে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ

১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য

ক্র: নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	মৌজা ও জেএলনং	পরিমাণ (একরে)	বিগত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারামূল্য	সরকার নির্ধারিত ইজারামূল্য ৫% বর্ধিত হারে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	শাল্লা	চামটি নদীর আগারপাড় সুরমার ডুবি ও কাড়া	খলাপাড়া-২০	২০.৩৮	১,১৮,৭৫০/-	১,২৪,৬৮৮/-	
২	শাল্লা	কালনী নদীর দুইটি ডহর ও একটি ডাকবান্দ	প্রতাবপুর-৩৪	৭৩.২৫	২,৬০৪/-	২,৭৩৫/-	
৩	শাল্লা	চাপ্টা বিল গ্রুপ	ছত্রিশ চক-২৮	৬৩.৩৯	৩,৯০৬/-	৪,১০২/-	
৪	শাল্লা	শয়তানখালী নদী ৬ষ্ঠ খন্ড	ছত্রিশ-২৪	১০১.৩৫	৫১,০০০/-	৫৩,৫৫০/-	
৫	শাল্লা	দাড়াইন নদী ৫ম খন্ড	সুখলাইন-৪০ গং	৩৮.৫১	৬,৮৭,৮৮৫/-	৭,২২,২৮০/-	
৬	জগন্নাথপুর	টগীনদী ও হিলুচিয়ার আগার	অলইতলী গং	৪৪.৭২	৬,৯৭,৩৩২/-	৭,৩২,১৯৯/-	
৭	জগন্নাথপুর	রত্না নদী ও ধোপাখালী	গন্ধর্বপুর-২০৪	২২.৬৮	৫,১০৪/-	৫,৩৬০/-	
৮	জগন্নাথপুর	ভেটুখালী নদী	কাদিরপুর-১০	৩২.৩৭	২,০৮,৬৬৭/-	২,১৯,১০১/-	
৯	জগন্নাথপুর	পিলুয়া বিল	জয়দা-২৫৭	৩৮.৪৫	৪৮,৪০৫/-	৫০,৮২৬/-	
১০	জামালগঞ্জ	পুটিয়া বিল ও রৌয়া বিল	নিধিপুর-১১৬	২০.২৮	৬৭,৮৯৭/-	৭১,২৯২/-	
১১	জামালগঞ্জ	কামজিরা পাইনতলা	হটামারা-১১৭	৮৯.৫৪	১০,৯২,৯১৬/-	১১,৪৭,৫৬২/-	
১২	জামালগঞ্জ	বড় বিল প্রকাশিত খড়িয়ার বিল	রাধানগর-১৫	৮২.৪৫	১,৭১,৪৯৯/-	১,৮০,০৭৪/-	
১৩	দিরাই	মাটিয়া নদীর অংশ	বলনপুর-৪ গং	৩৭.৪১	২,০৮,৩৯১/-	২,১৮,৮১১/-	
১৪	দিরাই	কুমারখালী নদী	টঙ্গার-১১৯	৭৮.৮৪	২,০৫,০৬৫/-	২,১৫,৩১৯/-	
১৫	দিরাই	পানকৌরিয়া বিল	রফিনগর-২৫	৪০.৯০	৯,০০০/-	৯,৪৫০/-	
১৬	তাহিরপুর	বড় ভুই বিল	উত্তর পুরানঘাট-১১৪	২৭.২০	৫,০০০/-	৫,২৫০/-	
১৭	তাহিরপুর	নয়আনা গ্রুপ	লামাগাঁও-১১	৩৩.৪২	৪,২০,০০০/-	৪,৪১,০০০/-	
১৮	তাহিরপুর	কুপাউড়া মহিষমারা	বুরখাড়া-১১৬	৮৬.৮৫	১,৮৯,৭২৫/-	১,৯৯,২১২/-	

ক্র: নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	মৌজা ও জেএলনং	পরিমাণ (একরে)	বিগত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারামূল্য	সরকার নির্ধারিত ইজারামূল্য ৫% বর্ধিত হারে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯	তাহিরপুর	বাদে কানামুইয়া	মানিকখিলা-৭০	৪৭৯.৩১	৪,৬২,৮৮০/-	৪,৮৬,০২৪/-	
২০	দোয়ারাবাজার	বড় চাপড়া ছোট চাপড়া জলমহাল	কামরাঙ্গি-১৩৪ গং	৫৯.৭১	৬,৪৫,৫৭০/-	৬,৭৭,৮৪৯/-	
২১	দোয়ারাবাজার	মরা সুরমা নদী ১ম খন্ড	বাজিতপুর-৮৯ গং	৬২.২৩	১০,০০,০০০/-	১০,৫০,০০০/-	
২২	দোয়ারাবাজার	চেলা নদীর নতুন ঢালা প্রকাশিত গেদুর ঢালা	পারাপুঞ্জি-৫০ গং	২৫.৫০	৮,৫০০/-	৮,৯২৫/-	
২৩	ছাতক	ডাউকা নদী ২য় খন্ড	হায়দরপুর-৩৫৮ গং	১০০.০৮	২,৫৪,৬৭৮/-	২,৬৭,৪১২/-	
২৪	ছাতক	কালিঙ্গি বিল	দেবেরগাঁও-৩৩৮ গং	৬৪.০০	১,১০,৩৫৫/-	১,১৫,৮৭৩/-	
২৫	ছাতক	চাড়ালকুড়ি, জাহাজ কুড়ি ও বাহাদুরকুড়ি	বাহাদুরপুর-৫১	৭১.৬০	২৬,৪৯৭/-	২৭,৮২২/-	
২৬	ছাতক	হরুয়া কুরুয়া প্রকাশিত হাজুয়ার বিল কারিয়ারখাই	বাহাদুরপুর-৫১	২৯.৭২	৩,৬০০/-	৩,৭৮০/-	
২৭	শান্তিগঞ্জ	কচুয়া বিল	চিকারকান্দি-২১২	৩১.৪৭	৬৯,৬১৪/-	৭৩,০৯৫/-	

নিয়মাবলী ঃ

১। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর নির্ধারিত তারিখ ও অফিস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর রাজস্ব (এস এ) শাখা হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে) দাখিল সাপেক্ষে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে।

২। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৩। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ইজারাযোগ্য নতুন কোন জলমহাল ইজারার লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণ ও দাখিল করা যাবে।

৪। জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.sunamganj.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

৫। জলমহালের দরপত্র দাখিলের সকল শর্তাদি জেলা ওয়েব পোর্টাল, রাজস্ব শাখা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে এবং দরপত্র ক্রয়ের সময় এ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

৬। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৭। সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন।

৮। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১০/০৬/২০২৪

(মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ
ফোন : ০২৯৯৬৬০০৯০০
E-mail: dcsunamganj@mopa.gov.bd

২৬ ফাল্গুন ১৪৩০

স্মারক নম্বর : ০৫.৪৬.৯০০০.০০৮.১২.০১৮.২৪.৪০৬/১(৯০)

তারিখ : .....
১০ মার্চ ২০২৪

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য।

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য।

৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।
৫। পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ।
৬। মেয়র, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল), সুনামগঞ্জ।
৮। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ।
৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ---------- (সকল) সুনামগঞ্জ।
১০। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা। বিজ্ঞপ্তিটি জেলা তথ্য বাতায়নে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ---------- (সকল) সুনামগঞ্জ।
১২। জেলা তথ্য অফিসার, সুনামগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ---------- (সকল) তাকে বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। সম্পাদক, দৈনিক সুনামকণ্ঠ, সুনামগঞ্জ। এ সাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে (Single space) ১২/০৩/২০২৪ তারিখ কেবলমাত্র ১(এক) দিনের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫। নোটিশ বোর্ড

১০/০৩/২০২৪

(মো: সাইফুল ইসলাম)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ
ফোন: ০২৯৯৬৬০০০১০
E-mail: rdcsunamganj@gmail.com

জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী ঃ (২০ একরের উর্ধ্বে)

১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৩। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪। উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬। আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন ও বিগত ০৩ (তিন) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

৭। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

৮। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন, যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারার অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এ ছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ (২০ একরের উপরের বদ্ধ জলমহালের জন্য) জেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর সম্বলিত উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৯। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১০। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতি শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১১। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১৪। পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৫। আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ যে তারিখের জন্য ক্রয় করা হবে সেই তারিখে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় করা হবে শুধু সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ আবেদন ফরম ক্রয়ের পর আবেদন গ্রহণের কোন তারিখ অতিক্রান্ত হলে পরবর্তী কোন তারিখে এ আবেদন ফরমটি গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু আবেদনের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফটখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৬। খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৭। আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট (মূসক-৮) সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

১৯। এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২০। ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

চলমান পাতা-২

২১। যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালতে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা অথবা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে/প্রত্যাহার হলে জলমহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন সমিতি ইচ্ছা করলে আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২২। বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা সন হতে কার্যকর হবে।

২৩। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

২৪। জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫। আবেদনপত্রে ঘষা-মাজা/কাটা-ছেঁড়া কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৬। আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৮। বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৯। প্রত্যেকটি জলমহালের জন্য আলাদা আলাদা আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩০। লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

৩১। কোন জলমহাল জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও যদি কেহ এই জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদনপত্র দাখিল করে তাহলে আবেদনটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। জলমহালের কোন অংশের স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

৩৩। অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩৪। ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে তিন কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

৩৫। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩৬। জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩৭। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

২০/০৬/২০২৫

(মো: সাইফুল ইসলাম)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ
ফোন: ০২৯৯৬৬০০০১০
E-mail: rdcsunamganj@gmail.com